মোটরসাইকেলের সাথে ছাগলের ধাক্কা আহত ১

ছাগলের সাথে মোটরাসাইকেলের ধাক্কায় চালক রেজাউল হক (৪০) গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত রেজাউল হক মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

রেজাউল হক মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের আসাদুল হকের ছেলে।

আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর-আটকবর রাস্তার রাইপুর গ্রামে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত রেজাউল হক জানান, মোটরাসাইলে নিয়ে মেহেরপুর আসার সময় রাইপুর গ্রামে পৌছানো মাত্র একটি ছাগল দৌড়ে মোটরসাইকেলের নিচে পড়লে আমি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ি। এসময় হাত ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

গাংনীতে জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

“সময়ের অঙ্গীকার কন্যশিশুর অধিকার” এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভেকেসি ফোরামের আয়োজনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মোছাঃ নাসিমা খাতুন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গাংনী অফিসের এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন করমদি কলেজের প্রভাষক আবু সাদাত মোঃ সায়েম পল্টু, গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মমিনুল হক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সংগীত শিল্পী মোঃ আজিজুল হক রানু প্রমূখ।

আলোচনা শেষে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজয়ী ১২জন শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী করা হয়।

মেহেরপুরে চুরির মোবাইল বিক্রির সময় চোরকে গণধোলাই

মোবাইল চুরি করে বিক্রি করার সময় মিঠুন হোসেন ওরফে ভেটা (২২) কে আটক করে গণধোলাই শেষে চেয়ারম্যানের হেফাজতে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা।

মিঠুন মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের শেখপাড়া এলাকার মৃত কিতাই হোসেনের ছেলে।

আজ বুধবার (২৬ অক্টাবর) দুপুরের দিকে সে মদনাডাঙ্গা গ্রামের খালপাড়া এলাকার দুলাল হোসেনের বাড়ি থেকে দুটি অ্যান্ড্রয়েট মোবাইল ফোন চুরি করে আমঝুপি বাজারে বিক্রি করার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলেন মোবাইল মালিক।

স্থানীয়দের বিষয়টি জানালে, তাকে গণধোলাই দিয়ে স্থানীয় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নুর হেফাজতে তুলে দেন।

স্থানীয়রা জানান, এর আগেও মিঠুন ওরফে ভেটা এলাকায় মোবাইল ফোন, বাইসাইকেলসহ অন্যান্য মালপত্র চুরি করে ধরা পড়েছে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাকে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের রুমেই আটক রাখা হয়েছিল। সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন চুন্নু বিষয়টি দেখবেন বললে পুলিশ চলে আসেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার মামলায় মাদক ব্যবসায়ী ছলিম উদ্দীন ওরফে
(৩৫) কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম এ রায় দেন।

দন্ডিত ছলিম উদ্দীন ওরফে কটা মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের মৃত জোবান শেখের ছেলে। বিচার চলাকালিন সময়ে আসামি ছলিম উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, তৎকালিন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পলাশ কুমার রায় সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২০১৯ সালের ৩ জুলাই বিকালে গোপন সংবাদে অভিযানে বামনপাড়ায় তার নিজ বাড়িতে থেকে ছলিমকে গ্রেফতার করে।

এসময় তার লুঙ্গির ভিতর থেকে পলিথিনে মোড়ানো ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ৮(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং ০৮, তারিখ ০৩/০৭/২০১৯ ইং। মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্তের পর আইও তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। মামলায় ৯ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য ও আসামি পক্ষের কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

উল্লেখ্য, দন্ডিত ছলিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য বিক্রির অভিযোগে ৭ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বলুহর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চুরি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চুরি সংঘঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের পাশে অবস্থিত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের পিছন দিকের গ্রীল ভেঙ্গে সংঘবদ্ধ চোর চক্র অফিসে প্রবেশ করে ১টি ল্যাপটপ নিয়ে যায়। এবং ভিতরে থাকা ইষ্টিলের আল মারীত থাকা প্রয়োজনীয় কাগজ পাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যায়।

আজ বুধবার (২৬শে- অক্টোবর) সকালে ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মোঃ শাহাজান আলী,বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায় জানান, সকালে চুরির ঘটনা জানার পর আমি সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। গতরাতে কোনো এক সময় চুরি সংঘটিত হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মডেল থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিলো।

গাংনীতে আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী রাশিদুল ইসলাম জেল হাজতে

মেহেরপুরের গাংনীর আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী রাশিদুল ইসলামকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এসএম শরিয়ত উল্লাহ আদালতে হাজির হলে আদালত রাশিদুল ইসলামকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৩ই আগষ্টে জেলা বিশুদ্ধ খাদ্য অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে মেহেরপুরের সদর উপজেলার মদনা গ্রামের নাসির ফল ভান্ডারে মেয়াদ ও মুল্যতালিকা বিহীন দই ও রশগোল্লা মিষ্টি উদ্বার করে।

এসময় নাসির ফল ভান্ডারের স্বত্তাধীকারি নাসির উদ্দিন খাদ্য অধিদপ্তরকে জানায়, ওই সকল মিষ্টি জাতীয় পণ্য গাংনী উপজেলা শহরের আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে গাড়ি যোগে দোকান দোকানে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরে খাদ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্তাধীকারি রাশিদুল ইসলামকে মেয়াদ ও মুল্য তালিকা প্রদান না করার কারন জানতে চাওয়া হয়েছিলো।

পরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আর কোন পণ্য মুল্য ও মেয়াদ ছাড়া তিনি প্রস্তুত করবেন না। এর পরেও জেলার কয়েকটি দোকানে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মেয়াদবীহিন পন্য পাওয়া যায়। এর পর তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর সদরের নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম ।

সরকারি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন রুত শোভা মন্ডল,আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন, এ্যাড এ কে এম সফিকুল আলম ।

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আছাদুজ্জামান আর নেই

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আছাদুজ্জামান (৫৭) কর্মস্থলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বুধবার দুপুর ২ টার দিকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানসহ জেলা উর্ধতন কর্মকর্তারা হাসপাতালে ছুটি গিয়েছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারিন্টেডেন্ট জমির মো: হাসিবুস সাত্তার জানান, হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় পালস কাজ করছিলো না। হাসপাতালে পৌছানোর আগেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এদিকে, বিকাল পৌনে চারটার দিকে হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ ঝিনাইদহের শৌলকুপাতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

মো: আছাদুজ্জামান মেহেরপুর এলজিইডিতে ২০১৮ সালের ১০ নভেম্বর নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত

জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল

হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে তালাক দিতে চাওয়ায় ৫ম স্ত্রীকে খুন করলেন স্বামী

পরপর চারটি স্ত্রী স্বামী বিদ্যুতকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। মাত্র এক মাস আগে সাবিনা খাতুন (৩২) কে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন বিদ্যুৎ। পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুনও এবার তাকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। এবার সেটা হতে দেইনি পাষন্ড স্বামী বিদ্যুৎ। ছেড়ে যাওয়ার আগেই তাকে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে দিলো। ঘুমন্ত অবস্থায় সাবিনাকে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় বিদ্যুৎ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামের হুদাপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় এই নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে।

খবর পেয়ে আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ৯ টার সময় গাংনী থানা পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল তৈরি করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, ধারনা করা হচ্ছে সাবিনা খাতুনকে ঘুমন্ত অবস্থায় ভারী কোনো বস্তু দিয়ে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
খবর পেয়ে তার নিজ ঘর থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানান, চার বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ হোসেন ৫ টি বিয়ে করেন। তার প্রথম স্ত্রী পার্শ্ববর্তি কৃুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রাজনগর গ্রামের আখি খাতুন বিয়ের মাত্র ৬ দিনের মাথায় তালাক দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী গাংনী উপজেলার ইসমত আরা বিয়ের এক মাসের মধ্যে তালাক দিয়ে চলে যায়। তৃতীয় স্ত্রী চুয়াডার আলমডাঙ্গার জান্নাতুল নেছা বিয়ের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় তালাক দিয়ে চলে যায়। চতুর্থ স্ত্রী পার্শ্ববর্তি সহড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের মেয়ে কবিতা খাতুন বিয়ের মাত্র ৬ দিনের মাথায় তাকে ছেড়ে চলে যায়। এসব বিয়ের কথা গোপন রেখে পঞ্চমবারের মত বিয়ে করে কুমারীডাঙ্গা গ্রামের সাত্তার আলীর মেয়ে সাবিনা খাতুনকে।

নিহত সাবিনা খাতুনের মা নিসারন নেছা বলেন, তিনদিন আমার বাড়িতে মেয়ে জামাই থেকে গতকালকেই এসেছে। এসেই হত্যা করলো। তিনি বলেন